ফ্যান্টাস্টিক হামজা

এমডি আলী

ফাতিহ
প্রকাশন

সূচি

আরজ আলী মাতুব্বর দাদুর সাথে বার্তালাপ.....১১
আল্লাহ হিটলারকে কেন বানালেন? ২৪
নাস্তিকতা কি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?..... ২৯
পুনরায় জীবিত হওয়া কীভাবে সম্ভব? ৩৯
প্রবলেম অফ ইভেলের দাফননামা..... ৪২
বিভিন্ন বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা ৫১
ফেসবুক কীভাবে ব্যাবহার করবো? ৫৬
নাস্তিকদের হাট্টিমাটিম টিম যুক্তি..... ৬২
নাস্তিকতা ত্যাগ ও মুক্তির অনুভূতি.....৭০
ট্রিনিটির অযৌক্তিকতা, এবং যিশু কি ঈশ্বর ছিলেন? ..৮১
ইসলাম কীভাবে প্রচার করা উচিত?.....৯৬
মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে স্রষ্টা কি দেখতেন? ১০৬
আল্লাহর অস্তিত্ব ও নবীজি সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম-
এর সত্যতার প্রমাণ.....১১০
করোনা ভাইরাস ; স্রষ্টা কি এখানে প্রশ্নবিদ্ধ? ১৩০
মৃত্যুকে এতদিন পরে ব্রেনে ধরলো ১৩৭
পাঠকদের জন্য আমার নসিহাহ.....১৫১
লেখক পরিচিতি..... ১৫৩

আরজ আলী মাতুব্বর দাদুর সাথে বার্তালাপ

আজকে খুবই ক্লান্ত আমি। বাসায় ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেলো। বাসায় এসে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে ইশার নামাজ আদায় করলাম। বিছানার দিকে তাকিয়ে প্রথমে চোখ গেলো মোবাইলের দিকে। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই যে চিন্তাটা করলাম একটু ফেসবুকে চেক করে দেখি কে কী কমেন্ট করলো বা পোস্ট করলো। আমাদের সবার এই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

যখনই এই চিন্তা আসলো তখনই নিয়ত করলাম এখন ফেসবুক চালাবো না। ফেসবুক মানুষকে পুরো গ্রাস করে ফেলে যদি না কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই ফেসবুকে আসক্ত হওয়া অনুচিত। সময়মত অল্প করে ফেসবুক চালাতে সমস্যা নেই।

কিছু বাস্তব সত্য কথা যা আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে অথচ আমরা এই বিষয়গুলো চিন্তাও করি না। আজ থেকে একশ বছর পর আমাদের প্রত্যেকের দেহ মাটির নিচে থাকবে। সেই জগতে আমাদের ফলাফল কী হবে তা আমাদের চোখের সামনে চলে আসবে। আমাদের দুনিয়ার বাড়িটি তখন অন্যদের দখলে চলে যাবে। আমার বাড়ি আর আমার থাকবে না। আমার গাড়ি আর আমার থাকবে না। আমার সম্পদ আর আমার থাকবে না। তখন কোনো কিছুই আমার আয়ত্তে থাকবে না।

যে গাড়িতে চড়ে বিভিন্ন স্থানে যেতাম সেই গাড়িটি তখন অন্য কেউ হয়তো চালাবে। আর আমার কী হবে? আমার কথা কয়জন ই বা ভাববে। আমার পরিবারের লোকজন ই কি সব সময় আমাকে মনে রাখবে? তারা আমাকে ভুলে তাদের পারিবারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবে। অথচ একটা সময় তাদেরকে নিয়েই ছিল আমার পুরো জীবন। আজ আমি তাদের মাঝে নেই। আমার স্মৃতি থাকলেও তাদের জীবনে এখন আমি মূল্যহীন।

দাদু বলল, আজকে আর এই বিষয় তোর সাথে কথাই বলবো না। আচ্ছা শোন আমি যে তোর বাসায় এসেছি এই কথা কাউকে বলিস না যেন, কেমন।
আমি বললাম কেন দাদু?
আমি বলেছি তাই, তুই বলবি না ব্যাস। এতো প্রশ্ন করিস কেন ব্যাটা? আচ্ছা আমার বইতে তো আরো অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেগুলো তুই পড়িসনি?
দাদু আপনার বই আমি কলেজে থাকতেই পড়া শেষ করেছিলাম। দাদু তুমি কিছু মনে করবেন না। আমার কাছে অনেক হাস্যকর লেগেছে আপনার বইগুলো।

দাদু, আপনার সময় এমন কেউ ছিল না যে তোমাকে ইসলাম বিষয় ভালো করে শিখিয়ে দিতো? আপনি আসলে দাদু, ইসলাম তো দূরে থাক, আপনি দর্শন,যুক্তিবিদ্যা, বিজ্ঞান এগুলো বিষয় কিছুই ঠিক মতো জানতেন না। যা মনে চায় লিখে ফেললেই হলো নাকি বলেন?
দাদু তার বই হাতে নিয়ে বলল[৪] তুই জানি সংশয় হলো সব জ্ঞানের উৎস।
আমি বললাম, দাদু আপনার এই কথাটি স্বয়ং সংশয়যুক্ত যা নিশ্চিত সত্য নয়। আপনার এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন থেকে যাবে আপনি কীভাবে প্রমাণ করলেন আপনার এই কথা চূড়ান্ত সত্য যা সংশয়মুক্ত? তাই যৌক্তিক কারণে আপনার নিজের কথাটি সংশয়যুক্ত হবার কারণে নিশ্চিত সত্য বলা যাচ্ছে না। সংশয়বাদের দৃষ্টিতে সত্যকে কীভাবে নিশ্চিত করে জানা যাবে? সত্য কাকে বলা হবে? কেন বলা হবে? কীভাবে বলা হবে? কী দিয়ে নির্ধারণ করা হবে? সংশয়বাদের দৃষ্টিতে নাস্তিক্যবাদ কীভাবে সত্য হয়? সংশয়বাদের দৃষ্টিতে ডারউইন সাহেবের বিবর্তনবাদ কিভাবে সত্য হয়? সংশয়বাদের দৃষ্টিতে সত্য কীভাবে সত্য হবে? মিথ্যা কীভাবে মিথ্যা হবে? নৈতিকতা কীভাবে নৈতিক হয়? মানবধর্ম যে চূড়ান্ত সত্য তার প্রমাণ কীভাবে করেছেন? এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না? প্রশ্ন তোলা যাবে না? এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা অপরাধ? অন্যায়? মুক্তবুদ্ধির চর্চা কি নির্দিষ্ট নাকি স্বাধীন? যদি এখানে শর্ত যুক্ত করে দেয়া হয় তাহলে বুদ্ধি কীভাবে মুক্ত থাকতে পারে? মুক্ত কী শর্তযুক্ত থাকতে পারে? শর্তযুক্ত থাকলে মুক্ত কীভাবে থাকা যাবে?

দাদু এসব প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলেন। জবাব তো দিলেন-ই না উল্টো অন্য কথায় চলে গেলেন। দাদু বলল তোকে এইবার আমার কথা শুনতে হবে। তাহলে শোন এইবার, দাদু এইবার তার বই[৫] থেকে বলা শুরু করলো,

৪. আরজ আলী রচনা সমগ্র-১, পৃষ্ঠা ৩২।
৫. আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১, ৫০ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ ছিট্টলারকে কেন বানালেন?

ধুর ছাই! প্রশ্ন মনের মধ্যে কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে। না-এদিকে মিলাতে পারছি, আর না-সেই দিকে। আসলে প্রশ্ন যেমন উত্তর দেবার জন্য সেরকম এক্সপার্ট লোকেরই প্রয়োজন। সবাই আসলে সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারদর্শী না।

আচ্ছা শান্ত আমার মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক করছে তার উত্তর মিলাতে পারছি না। কী করা যায়?

সায়মন তুই এক কাজ কর, আজকে তো শুক্রবার। ভাইয়া আজকে ফ্রি আছেন জুম্মার নামাজের আগ পর্যন্ত?

কোন ভাইয়া? প্রশ্ন করলো সায়মন।

শান্ত জবাবে বলল, তুই এলেই বুঝতে পারবি। আর তোর প্রশ্ন তো সংশয়বাদ টাইপের তাইনা অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক তাইনা?

হুম- সায়মন।

ফেসবুকের চ্যাট শেষ করে সায়মন সময় মতো শান্তের বাসায় যায়। দুই বন্ধু একত্রে পাশের দরজায় নক দিলে কিছু সময়ের পরে হামজা দরজা খুলে। মুচকি হাসির সাথে বলল, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু। আরে কেমন আছো শান্ত? তোমার সাথে ইনি কে?

ইশ! ভাইয়া আপনি সব সময় আমাকে আগে সালাম দিয়ে দেন। আমি ছোট মানুষ আমাকে সুযোগ করে দেন। সালামের জবাব দিয়ে শান্ত বলল, ভাইয়া এ আমার বন্ধু, স্রষ্টা নিয়ে ওর মনে নাকি প্রশ্ন আছে উত্তর খোঁজে পাচ্ছে না। আপনি ওকে সাহায্য করুন।

হামজা মুচকি হাসি দিয়ে বলল, আরে মাত্রই তো এলে , আগে ঘরে প্রবেশ করো, কিছু মেহমানদারী করার সুযোগ করে দাও এরপরে ঠান্ডা হয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই।

দশ মিনিট পর...

আচ্ছা সায়মন, কি যেন ছিল তোমার প্রশ্নটি, হ্যাঁ এইবার বলো। আমার জানা থাকলে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো ইন শা আল্লাহ।
আল্লাহ সবজান্তা হলে তিনি জানতেন হিটলার অনেক মানুষ কে হত্যা করবে, এরপরেও কেন তিনি হিটলারকে সৃষ্টি করলেন? অপরাধী তাহলে হিটলার নাকি আল্লাহ? হিটলারকে না বানালেই তো হিটলার এতোগুলো মানুষ খুন করতে পারতো না তাই-না? - প্রশ্ন করলো সায়মন।

মুচকি হাসি দিয়ে হামজা বলল, হিটলারই অপরাধী, আল্লাহ নন।
ভাইয়া আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই প্লিজ বুঝিয়ে বলবেন একটু-বলল সায়মন। অবশ্যই বুঝিয়ে বলবো। তোমাকে যা বুঝতে হবে তা হলো, আল্লাহ জানার কারণে কি হিটলার খারাপ কাজটি করেছে নাকি হিটলার নিজের ইচ্ছায় খারাপ কাজটি করেছে? এই প্রশ্নটির জবাবেই রয়েছে তোমার উত্তর অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে অবশ্যই হিটলার নিজের ইচ্ছাতেই খারাপ কাজটি করেছে। হিটলার একজন মানুষ। আর মানুষের ভালো মন্দ বোঝার জ্ঞান আছে, রয়েছে স্বাধীনতা। তুমি কি জানো আল্লাহ মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?- প্রশ্ন করলো হামজা।
না তো- সায়মন।
দেখো সায়মন কুরআন ঠিক মতো পাঠ করা উচিত তোমাদের মতো বয়সের যারা আছে। তুমি যদি কুরআন মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে তাহলে হয়তো এরকম প্রশ্ন করতে না। ইসলাম নিয়ে সঠিকভাবে অনুধাবনের অভাবে এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে কিন্তু যখন তুমি ইসলামকে ইসলামের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধভাবে অনুধাবন করতে পারবে তখন তুমি নিজেই এসকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, এমনকি তোমার কাছে এমন টাইপের প্রশ্ন হাস্যকর মনে হবে।-বলল হামজা।
সায়মন বলল, ভাইয়া আপনিই বলে দিন না আল্লাহ কেন মানুষকে বানিয়েছেন?
তাহলে শোনো, আল্লাহ মানুষকে কেন বানিয়েছেন? আল্লাহ্তাআলা বলেন: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল[৬]। তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য[৭]।

আল্লাহ্তাআলা বলেন: 'আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তোমাদের এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে

৬. আল কুরআন, ৬৭ নাম্বার সুরা, সূরা মুলক এর ২ : আয়াত।
৭. আল কুরআন, ১১ নাম্বার সুরা, সুরা হুদ, ৭ : আয়াত।

নাস্তিকতা কি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত?

তুই তো অনেক ইসলামের সমালোচনা করলি আমি সবগুলোর এমন জবাব দিলাম একটা খন্ডন পর্যন্ত করতে পারলি না। বরং অনেক জবাব তো তোদের নাস্তিকতাবাদের দৃষ্টিতেও দিলাম। এইবার আমি তোকে প্রশ্ন করি?
হ্যাঁ কর - বলল নাস্তিক বন্ধুটি।

আদার চায়ে চুমক দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা বুদ্ধি, চেতনা, শক্তি এগুলো কেন সৃষ্টি হলো?

ফারাজ জবাব দিল, কাকতালীয়ভাবে এমনে এমনেই সৃষ্টি হয়েছে।

আমি প্রশ্ন করলাম এগুলো কাকতালীয়ভাবে সৃষ্টি হলেও কীভাবে এখন পর্যন্ত বলবৎ আছে।? নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকতে পারছে কীভাবে?
ফারাজ বলল, এমনি এমনিই।
আচ্ছা ফারাজ, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই এগুলো এমনি এমনিই হয়েছে তাহলে যে প্রশ্ন থেকে যাবে তা হচ্ছে এগুলো যে নিজে নিজেই হয়েছে তার নিশ্চিত প্রমাণগুলো কী কী? তোরা নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যেমন প্রমাণ দাবি করিস সেই প্রমাণ দিয়ে কি তোরা নিজেরা নিশ্চিত প্রমাণ করতে পারবি যে মহাবিশ্বকে স্রষ্টা তৈরি করেন নাই?

ফারাজ বলল, সকাল বেলা আমার ঘুম ভাঙে কার্নিসের চড়ুই পাখির ঝগড়ায়, তারা ঝগড়ায় কী বলে আমি জানিনা। এখন কেউ যদি বলে যেহেতু আমরা চড়ুই পাখি কী বলে জানিনা, অতএব স্রষ্টা আছে। সেটা কি যৌক্তিক হবে? উত্তর না পেলেই স্রষ্টা থাকতে হবে কেন? হামজা তোর প্রশ্নগুলো সেরকমই, বিষয়টা এ রকম যে কোনো কিছুর উত্তর না পেলেই স্রষ্টা থাকতে হবে।

আমি ফারাজকে বললাম, তুই ভুল কথা বললিরে। দুই পাখি কী কথা বলছে এটা থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে বা নাই কিছুই প্রমাণ হয় না কিন্তু পাখিদের অস্তিত্বে আসতে পারাটা অবশ্যই বুদ্ধিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করেরে। ফারাজ তোর কথা থেকে বা প্রশ্ন থেকে তুই বুঝিয়েছিস মহাবিশ্বকে কে সৃষ্টি করেছে তুই জানিস না। মহাবিশ্বকে কোন স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন আমি কিন্তু এই বিষয় কথা বলছি না। এটি পরবর্তী সময়ে আসবে যখন তুই নিশ্চিত হতে পারবি যে স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে। আমি কথা বলছি মহাবিশ্ব নিজে নিজে অস্তিত্বে আসতে পারাটায় যে, স্রষ্টা বানান নাই এর পক্ষে তোর কাছে কি নিশ্চিত প্রমাণ আছে? তোর কথা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই তাহলে তুই নাস্তিক থাকতে পারবি না কারণ নাস্তিক অর্থ স্রষ্টার অস্তিত্বকে বাতিল করে দেয়া অথচ তুই নিশ্চিত বলছিস মহাবিশ্বকে কেউ বানায় নাই। মহাবিশ্বকে কেউ বানায় নাই এটি তোর দাবি। তোর দাবির পক্ষে তুই প্রমাণ পেশ কর। যদি তুই নাই জানিস তাহলে কেউ বানায় নাই এটি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছিস? এই প্রমাণটি আমি তোর কাছে চাচ্ছি।

ফারাজ কী বলবে ভাবছে।

আমি মুচকি হাসি দিয়ে বললাম, ফারাজ তোরা কিন্তু নাস্তিক্যবাদের পক্ষে প্রমাণ দেবার থেকে বাঁচার জন্য সংশয়বাদী সাজার নাটক করিস । আর বলিস প্রমাণ পেলে মেনে নিব। তাই স্রষ্টা আছে কি নেই আমি নিশ্চিত না। এখানেও যৌক্তিক প্রশ্ন থেকে যায় 'প্রমাণ পেলে মেনে নিব' প্রমাণের অস্তিত্ব যে নিশ্চিত প্রমাণিত সেটা তুই কোন প্রমাণের কারণে নিশ্চিত হলিরে? সেই প্রমাণ দিয়েই তাহলে প্রমাণ করে দে, যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই?

ফারাজ কী জবাব দেবে খুঁজে পাচ্ছে না এইবার।

আমি বলতে থাকলাম, ফারাজ তুই কিছুক্ষণ আগে বলেছিলি সব কিছু নাকি নিজে নিজেই অস্তিত্বে এসেছে, স্রষ্টার এখানে হাত নেই। তোর কথা আসলেই কি যুক্তিযুক্ত কি-না একটি উদাহরণ দিয়ে বলি। আচ্ছা ধর একটা বিল্ডিং কাকতালীয়ভাবে তৈরি হয়ে গেল এখন বার বার তো একই সিস্টেমে বিল্ডিং তৈরি হলে সেটাকে আর কাকতালীয় বলা যায়না। তাই না?

ফেসবুক কীভাবে ব্যাবহার করবো?

হামজা আমার একটা খারাপ অভ্যাস আছে জানিস?

না বললে কীভাবে জানবো? আমি কি জ্যোতিষ নাকিরে?

ফেসবুকে যখন প্রবেশ করি কীভাবে যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে যায় আমি টেরও পাই না। এই রোগ থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি?

ফরিদ এক কাজ করতে পারিস, ফেসবুকে লগইন করার এক মিনিট আগে খাতায় ছোট করে লিখি নিবি আজকে ফেসবুকে আমার এই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবো কাজ শেষ হলে মন চাইলেও এরপরেও ফেসবুক চালাবো না। এই পদ্ধতিতে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবি।

আসল কাজ শেষ হবার পরেও অনেক মনে চায় আরেকটু চালাই ফেসবুক। এটার কী করবো হামজা?

হামজা বলল, তখন তুই যা করবি তা হচ্ছে এটা চিন্তা করবি আমার যেহেতু মনে চাচ্ছে ফেসবুক চালাতে তাই ভালো জ্ঞান অর্জন করা যায় এমন দুই একটা লেখা মনোযোগ দিয়ে পড়ে এরপরে ফেসবুক থেকে বের হয়ে আসবো।

এটা ভালো বলেছিস হামজা।

হামজা বলল, ফেসবুকের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে উপকার গ্রহণ করলে ফেসবুক খারাপ নয় । কিন্তু কয়জনে পারে এর থেকে উপকার গ্রহণ করতে? আমাদের মুসলিমদের উচিত ফেসবুককে দাওয়াতের কাজের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করা।

আমি নাস্তিকতার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের যৌক্তিক একটা জবাব পেলে আমার মনে প্রশান্তি আসতো। কিন্তু হায়! কে দিবে আমাকে এর উত্তর? কিছু নেই থেকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত মহাবিশ্ব অস্তিত্বে আসতে পারলো? কী এমন শক্তি সেখানে কাজ করেছিল যার ফলে সৃষ্টিজগত অস্তিত্বে আসলো? আরও যেই প্রশ্ন আমার ভিতরকে ভেংঙেচুরে চুরমার করে দিচ্ছিল; সেটা হচ্ছে যেখানে পুরো শুন্যতা, যেখানে কিছুই নেই, যেখানে নেই কোনো শক্তি, নেই কোনো বুদ্ধি, সেখান থেকে কীভাবে মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে?

আমার মনে চিন্তা-ভাবনা জেগে উঠলো। বাস্তবযুক্তি ও প্রমাণের আলোকেও তো মহাবিশ্ব নিখুঁত নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে না। একটি এক্সপেরিমেন্ট কল্পনা করুন তো। ১০ হাজার মার্বেল নিন। প্রতিটির গায়ে ১, ২, ৩... এভাবে একটি করে সংখ্যা লিখুন। একটা বড় টেবিল নিন। টেবিলে ১০ হাজারটি মার্বেল সাইজের গর্ত করুন। প্রতিটি গর্তের জন্য একটি করে সংখ্যা অ্যাসাইন করুন। এখন আপনার কাছে ১ থেকে ১০ হাজার লেখা, ১০ হাজারটি মার্বেল এবং টেবিলে ১০ হাজারটি গর্ত আছে। মার্বেলগুলোকে টেবিলে ছুড়ে দিন। প্রতিটি মার্বেলের কোনো না কোনো গর্তে পড়ার সম্ভাব্যতা কত? আর প্রতিটি মার্বেল গর্তে পড়বে এবং মার্বেলের গায়ে যে নাম্বারটি লেখা সেই নাম্বারের গর্তেই পড়বে অর্থাৎ ১ লেখা মার্বেল পড়বে ১ লেখা গর্তে, ২ লেখা মার্বেল পড়বে ২ লেখা গর্তে – এভাবে ১০ হাজার পর্যন্ত – এর সম্ভাব্যতা কত? আচ্ছা যদি আপনি ১০ হাজারবার এই কাজটা করেন, অর্থাৎ মার্বেল ছুড়ে দেন, তাহলে ১০ হাজারবারই এই ভাবে সঠিক নাম্বারের গর্তে সঠিক নাম্বারের মার্বেল পড়ার সম্ভাব্যতা কত?

কেউ যদি বলে ১০ হাজারবারই মার্বেলগুলো মার্বেলের নিজ সংখ্যার গর্তে যেতে পারবে এই কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? অবশ্যই না। কারণ যৌক্তিকভাবে এটি অসম্ভব। আরো গভীরে চিন্তা করি আসুন। প্রাণের স্থানে প্রাণ, গাছের স্থানে গাছ, ফুলের স্থানে ফুল, ফলের স্থানে ফল,পাখির স্থানে পাখি, পশুর স্থানে পশু, অক্সিজেনের স্থানে অক্সিজেন, জন্মের স্থানে জন্ম, মৃত্যুর স্থানে মৃত্যু, মানুষের স্থানে মানুষ, ভূমির স্থানে ভূমি, বাতাসের স্থানে বাতাস, আগুনের স্থানে আগুন, পানির স্থানে পানি, মাছের স্থানে মাছ, সমুদ্রের স্থানে সমুদ্র, চাঁদের স্থানে চাঁদ, সূর্যের স্থানে সূর্য, নক্ষত্রের স্থানে নক্ষত্র, বিভিন্ন আরও বড় বড় গ্রহের স্থানে গ্রহ, চিন্তার স্থানে চিন্তা, ক্ষুধার স্থানে ক্ষুধা, শক্তির স্থানে শক্তি, সময়ের স্থানে সময়, অস্তিত্বের স্থানে অস্তিত্ব। এভাবে আপনি চাইলে আরও যুক্ত করে নিতে পারেন।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে স্রষ্টা কি দেখেতেন?

পুকুরপাড় আমার খুবই ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটা কেমন তার প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। ভালো লাগার প্রমাণ হয়তো কেউই দিতে পারবে না তারপরেও আমরা এই 'ভালো লাগাকে-ই' মেনে নেই।

কেন? কারণ আমরা অনুভব করতে পারি। অনেক সময় এই অনুভব করার শক্তি আমাদের থেকে চলে যায়। যেমন: ক্ষুধার সময় আমাদের মুখের স্বাদ চলে যায়। এই সময় পোলাও কোরমা এনে দিলেও ভালো লাগে না। আর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসব খাবার খেলেও সেই মজাটা অনুভব করা যায় না।

আমার ভাইয়া পুকুরপাড়ে একা একা বই পড়ছে। ভাবলাম ওকে এইবার ভাইয়ার সাথে দেখা করাবোই।

ওকে, কে সে? আচ্ছা বলছি।

আমার এক বন্ধু সে নিজেকে মুক্তমনা নাস্তিক দাবী করে থাকে। তো আমাকে ইসলাম নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ করতো। আমি আমার দিক থেকে উত্তর দিতাম। কিন্তু আমি তো এই বিষয় এক্সপার্ট না। তাই ভাবলাম আমার বড় ভাইয়ার কাছে একে নিয়ে যাই।

আমার বড় ভাইয়ার অনেক ফ্রেন্ড ছিল যারা আগে নাস্তিক ছিল পরে নিজেদের ভুল অনুধাবন করতে পেরে ইসলামেই ফিরে এসেছে। শুনলাম কয়েকজন ইসলামের সত্য দাওয়াতের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

আর বাকিরা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম এবং নিজেদের সংসার নিয়ে আছে।

আমার বন্ধু আকীলকে নিয়ে গেলাম ভাইয়ার কাছে।

ভাইয়া, আসসালামুআলাইকুম।

ওয়ালাইকুম আসসালাম। - ভাইয়া সালামের জবাব দিলেন।

এই যে, এই সেই আমার বন্ধু আকীল, যার কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবে। সময় দিতে পারবা?

মৃত্যুকে এতদিন পরে ব্রেনে ধরলো

ভাইয়া বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। ভাইয়া যখন কোনো বই পড়ে তখন মনে হয় আকাশ ভেঙে গেলেও সে ঐ দিকে খেয়াল করবে না।
বললাম, ফ্রি আছো?
হ্যাঁ, কেন? কিছু বলবি?
করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। চারদিকেই অনেক খবর তাছাড়া অনেকে-ই তো এই সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে মিথ্যা তথ্যও ছড়াচ্ছে যা খুবি-ই অন্যায়।
হ্যাঁ, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবি, কারণ হাদিসে আছে অজ্ঞতার প্রতিষেধক হল জিজ্ঞাসা করা[৪৩]। আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং নিজেদের শরীরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।

ভাইয়া তুমি তো অনেক কিছুই জানো আমাকে কিছু উপদেশ দাও কীভাবে সেইফ থাকতে পারি এই ভাইরাস থেকে?
আরে ছোট্ট নিজের বড় ভাই সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা রাখিস আগে জানতাম না তো। আল্লাহ তোর নেক ধারণা বাস্তবে কবুল করুক আমিন। আমি আসলে ছাত্র আর পড়াশোনাই আমার ভালবাসারে।

তুইও পড়বি বুঝলি। না পড়লে জানবি কীভাবে বল? হ্যাঁ।
আমি যা মনে করি আমাদের প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, সাথে শহীদ হওয়ার জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি সচেতন যারা তারা তো ঘর থেকেই বের হবে না, আর এখন ঘর থেকে না-বের হওয়াই উত্তম।
সাবধানতা বুঝলাম কিন্তু শহীদ হওয়া মানে?

৪৩ সুনানে আবু দাউদ, হাদিসঃ ৩৩৬, সহিহ হাদিস-ihadis.com।

আমাদের আদর্শ হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রতিটি মুসলিম শহীদ[৪৪]। তাই আমরা যদি এই সময়টি লুফে নেই অর্থাৎ অনেক তওবা, কান্নাকাটি এবং আমল করে নিজেকে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে তৈরি করতে পারি এবং এই চেষ্টা করার মধ্যে যদি আমাদের মৃত্যুও হয় তাহলে আমরা শহীদ আর এই শহীদ হতে পারলে জান্নাত একেবারে সহজ হয়ে যাবে । আর আল্লাহ তো আমাদের প্রতি খুশি হবেন-ই।

ভাইয়া প্রফুল্লতার সাথে হাসি দিলেন। এই শান্তিপূর্ণ হাসি দেখে আমার করোনা ভাইরাসের ভয় দূর হয়ে গেল।

কিন্তু ভাইয়া এখানে আমার আরেকটি প্রশ্ন হল সমাজে এমন অনেক মুসলিম আছে যারা নামাজ আদায় করে না। মুখে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত নাই। দেহে সুন্নাত নাই। সুদ-ঘুষ ইত্যাদি পাপ আর অপরাধের সাথে যুক্ত এরাও যদি মারা যায় তাহলে কি এরাও শহীদ?

ভাইয়া বললেন, এই প্রশ্নের জবাব নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দিয়েছেন হাদিসে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যিনাকার যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না। কেউ যখন মদ পান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। যে চুরি করে চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না এবং কোন ছিনতাইকারী এমনভাবে ছিনতাই করে যে, মানুষ তার দিকে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে; তখন সে মু'মিন থাকে না। [৪৫]

এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম যদি কেউ পাপ কাজ করে তাহলে সে আর মুমিন থাকে না আর যে মুমিন থাকে না সে কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রিয় হতেই পারে না তাই এখন আমাদের উচিত তওবা করা। সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে ভালোয় ভালোয় সহজ আমল করে আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে যাওয়া । তাহলেই আশা করা যায় আমরা শহীদ এর মর্যাদা পাবো ইনশাআল্লাহ ।

হাদিসে তো বলা হয়েছে সকল মুসলিম শহীদ হবে এখানে তো ভালো খারাপ এর কথা বলা হয়নি? ভাইয়াকে প্রশ্ন করলাম।

নাম মুসলিম হলেই কি সে মুসলিম ? উত্তর হচ্ছে না । আমাদেরকে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণ করে একজন খাঁটি মুসলিম হতে হবে । । নবীজি

৪৪ সহিহ বুখারী, হাদিস ২৮৩০, সহিহ হাদিস-ihadis.com।

৪৫. সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৬৭৭২, ৬৭৮২ ,৬৮০৯, ৬৮১০, সহিহ হাদিস-ihadis.com।